যুগান্তর

তারিখ ...২৫...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৭ ...

আ ল ম শা ই ন

কার স্বার্থে গাইড বাণিজ্য?

ইদানীং খুব বেশি কানে আসছে গাইড বই বাণিজ্যের কথা। কথাটা শহরের চেয়ে গ্রাম-গঞ্জে কিংবা মফস্বলে বেশি শোনা যায়। অনেকটাই নালিশের মতো। আমরা যারা খবরের কাগজে লেখালেখি করি, কথাটা তাদেরই বেশি শুনতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষের ধারণা, আমাদের কাছে বললেই বোধহয় সেটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। আর তাতে করে তাদের সমস্যাটার সমাধান হওয়ারও সম্ভাবনা থাকবে। গাইড বই বাণিজ্য নিয়ে অভিযোগ তৃণমূল পর্যায় থেকেই এসেছে। বলা যায় দরিদ্র অভিভাবকের আর্তি এটি। প্রতি বছরই এসব শুনতে হয় আমাদের। এবার যেন একটু বেশি শুনতে হচ্ছে।

দরিদ্র অভিভবাকদের কথা চিন্তা করেই গাইড বইয়ের বাণিজ্যের দিকটি উন্মোচন করা প্রয়োজন। গাইড বইয়ের নাম শুনেই এখন দরিদ্র অভিভাবকরা অস্বস্তি বোধ করেন। অনেকেই সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বিষয়টা কানে পৌঁছতেই এর গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেছি। জানতে পেরেছি, দেশের প্রতিটি স্কুলে গাইড বই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের তা কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। এমনকি গাইড বই কিনে শ্রেণী শিক্ষকদের দেখাতে হচ্ছে পর্যন্ত। শুধু এখানেই শেষ নয়; একেক স্কুলে একেক প্রকাশনীর গাইড বই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শ্রেণী শিক্ষকদের নির্দিষ্ট প্রকাশনীর গাইড বই দেখাতে না পারলে শিক্ষার্থীদের তিরস্কার করা হচ্ছে। অথচ আমরা জানি গাইড বই নিষিদ্ধ! যা আগে নোট বই নামে পরিচিত ছিল তা-ই এখন গাইড বই। সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত এ গাইড বইয়ের সঙ্গে নোট বইয়ের পার্থক্যটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আগের নোট বই ছিল হালকা-পাতলা চটি ধরনের আর এখনকার গাইড বই খানিকটা মোটা-তাজা। তাই এটি দামেও চড়া। এর জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে দরিদ্র অভিভাবকরা। চরমভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে সেই দরিদ্র লোকটি, যার একাধিক সন্তান স্কুল-কলেজে পড়ছে।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, বর্তমান সরকার শিক্ষাবান্ধব। তারা প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই বিতরণ করে থাকেন। এগুলো বোর্ড বই নামে পরিচিত। নিম্নমানের কাগজে ছাপা। আমরা যারা একসময় বোর্ড বই কিনে পড়েছি, তারা এ সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানি। তখন আমাদের বোর্ড বইয়ের পাশাপাশি নোট বইও কিনে পড়তে হতো। সমস্যা খুব বেশি হতো না তখন। কারণ মোটামুটি সাধ্যের মধ্যেই ছিল নোট বইয়ের দাম। দরিদ্র শিক্ষার্থীরা এ বইগুলো সেকেন্ডহ্যান্ড কেনার সুযোগ পেত। সুযোগ পেত সেকেন্ডহ্যান্ড বোর্ড বই কেনারও। তাতে করে একজন দরিদ্র শিক্ষার্থীর কোনোমতে চলে যেত। হালে সে সুযোগ নেই। বোর্ড বই ফ্রি হলেও গাইড বইয়ের যন্ত্রণায় অস্থির থাকে শিক্ষার্থীরা, যা কিনতে হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে।

সূত্রমতে, গাইড বইয়ের ব্যাপক বাণিজ্যের পেছনে রয়েছে কৌশলী অবৈধ লেনদেন। বলা যায়, শক্তিশালী সিন্ডিকেটের কবলে রয়েছে গাইড বাণিজ্য। প্রকাশনী সংস্থাগুলো বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে প্রথমে ডোনেশন দিয়ে লগ্নি করে থাকে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের ম্যানেজ করেই তারা এ কাজটি করে। বিপুল অংকের ডোনেশন নিয়ে পরিশেষে শিক্ষার্থীদের ওপর নির্দিষ্ট প্রকাশনীর গাইড বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেয় তারা। প্রকাশনী সংস্থাগুলো শুধু স্কুলেই নয়, ছোট-বড় লাইব্রেরিগুলোকেও ম্যানেজ করে। সেক্ষেত্রে প্রচুর সৌজন্য কপিও সরবরাহ করে। এতে করে লাইব্রেরির মালিকদের সন্তান কিংবা আত্মীয়স্বজনের সন্তানদের গাইড বইয়ের চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। তখন লাইব্রেরির মালিকরা ওই প্রকাশনীর পক্ষে সাফাই গেয়ে অভিভাবকদের নিম্নমানের গাইড বই গছিয়ে দেয়। এভাবে একটা সমন্বিত নিয়মের মাধ্যমে গাইড বাণিজ্য দেশব্যাপী প্রসারিত হচ্ছে। এটি এখন অনেকটাই অঘোষিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। এতে করে অভিভাবকদের যেমন গাইড বই কিনতে নাভিশ্বাস ওঠে, তেমনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান হয় নিম্নগামী। গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তারা মূল পাঠ্যবইটি হাতে নিতেও চায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এভাবে কোনো রকমে পাঠ চুকিয়ে দিতে পারলেও শিক্ষাদীক্ষায় ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, যা পরবর্তী সময়ে বিষফোঁড়ায় পরিণত হচ্ছে। ভূরি ভূরি শিক্ষার্থী পাস করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গিয়ে কিংবা চাকরি-বাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে।

আরেকটি বিষয় আমরা লক্ষ করছি। সেটি হচ্ছে গাইড বইগুলোর কাগজ খুব একটা মানসম্মত নয়। কাগজের এপিঠের লেখা ওপিঠে দেখা যায় অনায়াসেই। পড়তে ভীষণ বিরক্তি লাগে। শিক্ষার্থীদের কষ্ট করে পড়তে হচ্ছে তা। অথচ এসব বইয়ের দাম বেশ চড়া। ভুলভ্রান্তির কথা আর নাই বা বললাম।

আর কী কী অনিয়ম হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নড়েচড়ে বসবে, তা আমাদের জানা নেই। সহায়ক বইয়ের নামে গাইড বইয়ের অবাধ বাণিজ্যের ব্যাপারে কেন কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, তা-ও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। তবে কি আমরা ধরে নিতে পারি কর্তৃপক্ষের যোগসাজশেই দেশে গাইড বইয়ের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে, যা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই? বিষয়টি নিয়ে কি আমাদের ভাবার সময় আসেনি এখনও?

বিষয়টি মাথায় নিন এখনই। শিক্ষাসহায়ক বইয়ের মান ও দাম যাচাই-বাছাই করে এবং গাইড বাণিজ্যের অবসান ঘটিয়ে দ্রুত শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ান।

আলম শাইন : *প্রাবন্ধিক*
alamshine@gmail.com